WOMEN'S REFUGEE COMMISSION

Refugees International

কীসের বিনিময়ে? নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থা, অর্থায়ন কর্তন এবং টিকে থাকার মূল্য

SNAPSHOT

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
এই রিপোর্টের ধারণা দিয়েছেন ও লিখেছেন ডেভন কোন এবং জুলিয়ান ডাইচ। এছাড়াও আভা ম্যাকলাফলিন গ্যাগলিয়ার্দি, সাদিয়া কিদোয়াই এবং প্রিয়ালি সুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করেছেন জেরেমি কোনিনডাইক, হার্ডিন ল্যাং, কেলি লিসন, মনীষা থমাস, ভ্যানেসা জ্যাকসন, এবং জান্থে শার্ফ। উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন হানিন আহমেদ, জয়নব চামুন, ডেভন কোন, ডায়ানা ফ্লোরেজ এবং প্রিয়ালি সুর। রিপোর্টটি সম্পাদনা করেছেন ডায়ানা কুইক এবং ডিজাইন করেছেন গ্রেচেন লারসেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল নারী নেতৃবৃন্দের প্রতি আরআই (রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল) এবং ডব্লিউআরসি (উইমেন্স রেফিউজি কাউন্সিল) আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল-এর পরিচিতি
রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল (আরআই) আশ্রয়প্রার্থী মানুষের জন্য আরও বেশি সৌহার্দপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে নিবেদিত। আশ্রয়প্রার্থী মানুষরা যেসকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন সেগুলো অনুসন্ধান করতে, নীতিগত সমাধান তৈরি করতে, পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা বিশ্বজুড়ে সহযোগীদের সাথে কাজ করেন। রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তিদের অবশ্যই সমস্যা সমাধানে আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকতে হবে। আমরা আমাদের সংস্থায়, জনসমক্ষে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে শরণার্থী ও স্থানীয় নেতৃত্বের সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের কাজের স্বাধীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে আমরা কোনো ধরনের সরকারি বা জাতিসংঘের তহবিল গ্রহণ করি না। আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জবাবদিহিতার সংস্কৃতি এগিয়ে নিতে সাহায্য করে, এবং যখন অন্যরা মুখ খুলতে পারেন না, তখন আমাদেরকে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়। www.refugeesinternational.org

উইমেন্স রেফিউজি কমিশন-এর পরিচিতি
বাস্তুচ্যুতি ও সংকটের প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রায়শই উপেক্ষিত, অবমূল্যায়িত ও সুবিধাবঞ্চিত নারী, শিশু, যুবসমাজ এবং অন্যান্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় উইমেন্স রেফিউজি কমিশন (ডব্লিউআরসি) কাজ করে। আমরা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা করি, সমাধান খুঁজে বের করি এবং মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন এবং বাস্তুচ্যুতি সংক্রান্ত নীতি ও অনুশীলনে জেন্ডার-রূপান্তরকারী ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির লক্ষ্যে সুপারিশমালা তুলে ধরি। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা শরণার্থী নারী, শিশু ও যুবসমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসাবে কাজ করে আসছি। www.womensrefugeecommission.org

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

হার্ডিন ল্যাং, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর প্রোগ্রামস অ্যান্ড পলিসি, রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল
hardin@refugeesinternational.org
জুলিয়ান ডাইচ, ডিরেক্টর অব রিসার্চ, উইমেন্স রেফিউজি কমিশন
julianned@wrcommission.org

সকল ছবি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স CC BY-NC 2.0 অথবা CC BY-NC-ND 2.0-এর অধীনে ব্যবহার করা হয়েছে।

পুরো প্রতিবেদনটি পড়তে https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/at-what-cost-women-led-organizations-funding-cuts-and-the-price-of-survival/ ভিজিট করুন।

© 2026 Refugees International and Women's Refugee Commission, Inc.

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা যখন রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে, এমন এক সময়ে বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা এক গভীর তহবিল সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে শুরু হয়ে ২০২৫ সালজুড়ে তীব্রতর হওয়া এই সংকটের সময় প্রধান দাতা সরকারগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নারী ও মেয়েদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলো (ডব্লিউএলও) এই তহবিল সংকোচনের ফলে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মানবিক সংকটের প্রেক্ষাপটে কাজ করা নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলো সাম্প্রতিক তহবিল সংকোচনকে কীভাবে মোকাবিলা করছে এবং এর বিপরীতে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে, এই গবেষণাটি তা পর্যালোচনা করে। এটি এই সংস্থাগুলোর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং টিকে থাকার জন্য তাদের গৃহীত কৌশলগুলো অনুসন্ধান করে; এছাড়াও এটি নারী ও কন্যাশিশু, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার সংস্কার এবং স্থানীয় অংশীজনদের কাছে ক্ষমতা ও সম্পদ হস্তান্তরের প্রচেষ্টার ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা-ও খতিয়ে দেখে। গবেষণাটি মূলত একটি সাহিত্য পর্যালোচনা, যা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ (কক্সবাজার), হন্ডুরাস, লেবানন, সুদান ও ইউক্রেনে কর্মরত নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিচালিত ২৮টি মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মে মাসে এই সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়। পরবর্তীতে একটি অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতিতে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের অভিন্ন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে তহবিল সংকোচন কেবল নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর (ডব্লিউএলও) জন্য তাৎক্ষণিক পরিচালনগত চ্যালেঞ্জই তৈরি করছে না, বরং মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার ভেতরের গভীর কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকেও উন্মোচিত করছে। সংস্থাগুলো জানিয়েছে, তারা দিন দিন এমন কিছু কৌশল বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে যেগুলো টেকসই নয়, বরং মূলত ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ, অবৈতনিক শ্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক আকার সংকুচিত করার ওপর নির্ভরশীল। এই পরিবর্তনগুলো হয়তো সাময়িকভাবে কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে, তবে এর জন্য বড় ধরনের মূল্য চোকাতে হচ্ছে : নারী ও মেয়েদের প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়া; জেন্ডার সমতা ও নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত অর্জনগুলো ভেস্তে যাওয়া; কারিগরি দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা হারিয়ে ফেলা; এবং কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া।

প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে যে মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টাকে কেবল সীমিত সম্পদের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; বরং ক্ষমতা, তহবিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বৈষম্যগুলো দূর করতে হবে। এটি নিশ্চিত করলে মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা বর্তমান তহবিল সংকট কাটিয়ে উঠে আরও বেশি ন্যায়সংগত ও টেকসই হয়ে উঠবে, এবং যেসব জনগোষ্ঠীর জন্য তারা কাজ করছে, তাদের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

সুপারিশসমূহ

মানবিক সহায়তার সাথে যুক্ত অংশীজন, দাতা গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে অবশ্যই নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

- **নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থা এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল মানবিক সহায়তার অগ্রাধিকার খাতগুলোতে সরাসরি ও সুনির্দিষ্ট তহবিলের হার বৃদ্ধি করতে হবে।** নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর কাছে মানবিক অর্থায়নের কত শতাংশ পৌঁছাবে, দাতাগোষ্ঠী ও যৌথ তহবিলগুলোর উচিত সেই লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। এর পাশাপাশি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ ও মোকাবিলা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (এসআরএইচআর) এবং নারীর নেতৃত্বের মতো অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোর জন্য

সুনির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ তৈরি করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সোমালিয়া হিউম্যানিটারিয়ান ফান্ড জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ তৈরি করার মাধ্যমে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জবাবদিহিতা জোরদার এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার সুবিধার্থে দেশভিত্তিক যৌথ তহবিলসহ (কান্ট্রি-বেজড পুলড ফান্ডস বা সিবিপিএফ) সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থাগুলোর উচিত নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থা এবং জেন্ডার-সম্পর্কিত অগ্রাধিকার।

- **নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও নমনীয় তহবিল সরবরাহ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।** দাতা সংস্থাগুলোর উচিত তাদের মোট বরাদ্দ থেকে নমনীয় ও বহুবছর মেয়াদী অনুদান বৃদ্ধি করা, যা সরাসরি এই সংস্থাগুলোর কর্মসূচি পরিচালনা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যয় মেটাতে সহায়তা করে। এটি নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোকে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও নতুন নতুন চাহিদার সাথে মানিয়ে নিতে, দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তুলতে ও ধরে রাখতে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

- **নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর জন্য তহবিল পাওয়ার শর্ত ও প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে।** স্থানীয় নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি সুবিন্যস্ত করা এবং অনুদান আবেদন, ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াগুলো সহজতর করা প্রয়োজন; পাশাপাশি, যেখানে দরকার সেখানে এই প্রক্রিয়াগুলোর জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ সতর্কতামূলক শর্তগুলো সংস্থার আকার ও ধরন অনুযায়ী পরিবর্তন করা উচিত—যার মধ্যে তৃণমূল বা কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এবং স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং যৌথভাবে গ্রহণযোগ্য যথাযথ সতর্কতামূলক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে।[i] এ ক্ষেত্রে ইউক্রেন হিউম্যানিটারিয়ান ফান্ড (ইউএইচএফ) স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য পরিস্থিতির উপযোগী সক্ষমতা যাচাই প্রক্রিয়া চালু এবং জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য সরাসরি অর্থায়নের পথ তৈরি করার মাধ্যমে একটি সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের অংশ ২০২৩ সালের ১৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০২৪ সালে ৩১ শতাংশে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে।[ii]

- **মানবিক সহায়তার সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থা ও নেতৃত্বের নিরাপদ ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ সমর্থন ও বৃদ্ধি করতে হবে।** এর মধ্যে দেশভিত্তিক মানবিক সহায়তা টিম, দেশভিত্তিক যৌথ তহবিল (সিবিপিএফ), ক্লাস্টার ও সেক্টর সমন্বয় ব্যবস্থা (জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের বাইরেও) এবং মানবিক প্রয়োজনীয়তার সার্বিক পর্যালোচনা ও মানবিক সহায়তা সাড়াদান পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে জিবিভি এরিয়া অব রেসপন্সিবিলিটির যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরো ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[iii] বিভিন্ন মানবিক সংকটের প্রেক্ষাপটে নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপস এখনও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে, তবে এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক বিনিয়োগ প্রয়োজন।[iv]

- **নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর নিজস্ব অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সম্পদের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে এমন তহবিল ও প্ল্যাটফর্মগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে।** এ ক্ষেত্রে ফেমিনিস্ট হিউম্যানিটারিয়ান নেটওয়ার্ক উগান্ডা ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম মানবিক অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনার একটি নতুন মডেলের চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরে, যা নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর নেতৃত্ব, যৌথ শাসন, পারস্পরিক ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে;[v] অপর দিকে ফার্স্ট রেসপন্স ফান্ড একটি

বৈশ্বিক ও নারীবাদী যৌথ তহবিলের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা মূলত নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থা এবং নারীবাদী তহবিলগুলোর একটি যৌথ জোট দ্বারা পরিচালিত হয়।[vi]

- **নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর নিয়মিত ম্যাপিং বা তালিকাভুক্তকরণ করতে হবে এবং তাদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।** দেশভিত্তিক যৌথ তহবিলসহ দাতা সংস্থাগুলোর উচিত নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর সাথে নিজে থেকে যোগাযোগ বাড়ানো এবং তহবিল পাওয়ার ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা যাচাইকরণের শর্তাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে সিরিয়া হিউম্যানিটারিয়ান ফান্ড একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে : তারা দেখিয়েছে কীভাবে স্থানীয় অংশীজনদের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি, নারী-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং যোগ্যতা ও সক্ষমতা যাচাইয়ের শর্তাবলীর ওপর তথ্যবহুল সেশন আয়োজনের মাধ্যমে এমন সব সংস্থার কাছে মানবিক অর্থায়নের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যারা অন্যথায় এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যেত।

- **প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিনিয়োগ করতে হবে।** মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর ও ফলপ্রসূ থাকে, সেজন্য স্থানীয় বা জাতীয় সংস্থাগুলোর জন্য নির্ধারিত তহবিলের সুযোগগুলোতে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রতিযোগিতা সীমিত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মানবিক কার্যক্রমে পারস্পরিক সম্পূরকতা বিষয়ক আইএএসসির নতুন কাঠামোটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হতে পারে, যেখানে মানবিক সহায়তায় যুক্ত বিভিন্ন পক্ষ সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে—যেমন কারিগরি দক্ষতা, রসদ ও সমন্বয়, অথবা নীতিগত সমর্থন ও তথ্য আদান-প্রদান।[vii]

তথ্যসূত্র

[i] Humentum and Trócaire, *Due Diligence Passporting: A Possible Solution to a Locally-Identified Challenge* (Washington, DC: Humentum, 2023), https://humentum.org/blog-media/due-diligence-passporting-a-possible-solution-to-a-locally-identified-challenge/.
[ii] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Ukraine Humanitarian Fund Annual Report 2024* (Kyiv: OCHA, 2025), https://www.unocha.org/publications/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-annual-report-2024-enuk.
[iii] GBV Area of Responsibility, *Women-Led Organizations (WLOs): Leadership in GBV Coordination Resource Package* (2023), https://gbvaor.net/sites/default/files/2023-05/WLO%20Leadership%20in%20GBV%20Coordination%20Resource%20Package%20%281%29.pdf
[iv] UN Women, *2024 Gender Accountability Framework* (2025), https://knowledge.unwomen.org/sites/default/files/2026-01/iasc-gender-accountability-framework-report-2024-en.pdf
[v] Feminist Humanitarian Network, *Extractive by Design: Humanitarian Risk Practices, Women-Led Civil Society, and the Structural Violence of Global Aid Governance* (November 2025), https://static1.squarespace.com/static/6072068ad84bdb774791b965/t/69ef5e8b7a06ad22d06d1e9a/1777294987829/Extractive+by+Design+Report.pdf
[vi] N. Veerapen, C. Mazzilli, and M. Daigle (2026) Pathways to better funding for women-led organisations. HPG report. London: ODI Global, www.odi.org/en/publications/ pathways-to-better-funding-for-women-led-organisations.
[vii] Humanitarian Advisory Group, *Humanitarian Complementarity: Rebalancing Power for a People-Centred System—Local if Possible, International if Necessary* (Melbourne: Humanitarian Advisory Group, 2025), https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-complementarity-rebalancing-power-people-centred-system-local-possible-international-necessary-think-piece.